সোনার ঝাড়ু হাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রয়েছেন রাধারমণ দাস এবং রাজেশ দয়িতাপতি। বুধবার। ছবি: আজকাল

সোনার ঝাড়ু দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

দিঘায় জগন্নাথ ধামে রথযাত্রাও হবে ঝুলবাম করে। বুধবার জগন্নাথ ধামের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এদিন তিনি সোনার ঝাড়ু তৈরি করতে মুখ্যমন্ত্রী নিজের সঞ্চয় থেকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই ঝাড়ু দিয়েই আগামী রথযাত্রার সূচনা ও পথ পরিষ্কার করা হবে। সবটিক থাকলে, মুখ্যমন্ত্রীকেই এই সোনার ঝাড়ু দিয়ে জগন্নাথের রথ যাত্রার পথ পরিষ্কার করতে দেখা যাবে। রথযাত্রার শুরুতে সোনার ঝাড়ু দিয়ে পথ পরিষ্কার করা একটি ঐতিহ্যবাহী প্রথা। এই প্রথার মাধ্যমে রথযাত্রার পথকে পবিত্র করে তোলা হয়। সমান জনানো হয় জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে।

নিয়ম মেনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা

গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ করে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ম মেনে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। জগন্নাথ ধামের দ্বারোদ্ঘাটনের আগে বুধবার বিয়াহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ হয়। ১১.১০ মিনিট থেকে ১১.৩০ পর্যন্ত ছিল প্রাণ প্রতিষ্ঠার শুভলগ্ন। পুরোহিত সোনা, রুপো ও তামার তার নিজেকে প্রভুর সঙ্গে জড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে পবিত্র জলের ছিটে দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন বিয়াহে। বিমান অনুসারে ঘরে এই সময় জনা কেউ ছিলেন না।

সিপিএমের অপপ্রচারের নিন্দায় কুণাল

আজকালের প্রতিবেদন

দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সিপিএম অপপ্রচার ও কুৎসার রাজনীতি করছে এই অভিযোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র ঘরোয়া ঘোষ ও কলকাতা পুরসভার ৯৮ নং ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী। কুণাল তাঁর এক্স হ্যান্ডলে বলেছেন, 'দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সিপিএম জঘন্য রাজনীতি করছে। আসলে ওরা সহ্য করতে পারছে না। সিপিএম বিষ প্রচার করছে। মিথ্যা প্রচারে নেমেছে।'

মন্দির উদ্বোধনের সময় কে কী খাবেন তা নিয়ে সিপিএম মিথ্যাচার করছে। কুণাল বলেন, 'এখানে কোনও ধর্মের উপর কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা নেই। দিঘায় মুসলিম পর্যটক যাঁরা এসেছেন, তাঁরা মনের আনন্দে ঘুরছেন। এই তো খেজুরির বুধনেতা জালোর-সহ সবাই মিলে রাস্তায় বেরিয়ে আমরা একসঙ্গে চা খেলাম। দিঘা শহরে সমুদ্রের ধারে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সবাই সমানভাবে আছেন। কেন এই কুৎসিত অপপ্রচার সিপিএম করছে?' নিরামিষ মিথ্যাচার নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্যে কুণাল বলেন, 'প্রভু জগন্নাথদের দিঘায় পদার্পণ করছেন। এরজন্য হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের মতো কোনও কোনও সংগঠন একটা আবেদন করেছে। আমি নিজে আমিষ প্রকাশ করেছি। আমার মতো অনেকে আমিষ খেয়েছেন। আবার অনেকে নিরামিষও খাচ্ছেন। তারা তো জোর করে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে না। মিথ্যা প্রচারে কেউ কান দেবেন না।' তৃণমূলের ৯৮ নং ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'সিপিএম প্রচার করছে দ্বারোদ্ঘাটনের আগে নাকি মন্ত্রল ও বুধবার আমিষ খাবার নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন। কিন্তু ওখানে থাকা অনেক পরিচিত মানুষের থেকে জানতে পারি এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নি। তারা দিব্যি একাকিক পদের মাছ খেয়েছেন, এমনকী বুধবার সকালেও ব্রেকফাস্টের সময় ডিম এবং চিকেন স্যান্ডউইচও অনেকেই খেয়েছেন। দুপুরের মেনুতেও আজকেও মাছ খাবেন অনেকেই। গোটা দিঘাতে এরকম কোনও নির্দেশিকাই সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। পুরোটাই অপপ্রচার।'

মন্দিরে সস্ত্রীক দিলীপ

● ১ পাতার পর

দারুণ কাজ।' এরপর জগন্নাথদেবকে প্রণাম করে মালা পরিয়ে দেন স্ত্রীকে। এরপরে স্পষ্টভাষায় বলেন, 'ভগবানকে নিয়ে কোনও রাজনীতি নয়। ভগবানের বিরোধিতা করা যায় না। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিয়েছেন। খুব ভাল কাজ হয়েছে।' সেইসময় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চপে গিয়েছিলেন কাজ দেখতে। দিলীপবাবুকে দেখে তিনি যাবে আপ্যায়ন করেন।

মঞ্চলবারই দিলীপ ঘোষ জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সময় পেলে তিনি বুধবারই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে যাবেন। রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণকে সম্মান জানিয়ে এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিনি দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছে যান।

এদিন হাওড়ার শ্যামপুরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দিলীপ ঘোষের আমন্ত্রণ ছিল। সেখান থেকে তিনি দিঘার উদ্দেশে রওনা হন। যাওয়ার আগে ক্ষভাবিক্ষ রসবোধে তিনি মন্তব্য করেন, 'ভগবান আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সাড়ে তিনশো কিলোমিটার চলে এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য দুশো কিলোমিটার যেতে পারব না!'

কথিনা না যাওয়া প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'অক্ষয় তৃতীয়ায় এ কখম অভুদ্য অনুষ্ঠান হচ্ছে। সব জায়গায় যাচ্ছি নাকি? যেখানে যেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছি, সেখানেই যাচ্ছি।' দিলীপ ঘোষের দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা অনুমোদন করি না। এটা ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়।' ওতেন্দু অধিকারী বলেন, 'কে কী করলেন, কে কী বললেন, তা নিয়ে আমি কিছু বলব না। আমি একজনেরই মন্তব্যের বা কার্যকলাপের জবাব দিই। তিনি মমতা ব্যানার্জি।'

মন্দির উদ্বোধনের পর সঙ্গীতানুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রয়েছেন, প্রসেনজিৎ, নচিকেতা, দেব এবং রাধারমণ দাস। বুধবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

সন্ধ্যায় দর্শনার্থীর ভিড়

● ১ পাতার পর

তাতেই ভুলে গেছি ১৩০ কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে আসার কষ্ট। রাম ও জগন্নাথ উভয়ই বিষ্ণুর অবতার। তাই রামের মতোই জগন্নাথের প্রতিও অসীম আবেগ রয়েছে মানুষের।' এ ছাড়াও ভিড়ের নানা পর্যায়ে লক্ষ করা যায় বর্ণময় দৃশ্য। জগন্নাথের ধ্বনি আঁকা ও 'জয় জগন্নাথ' লেখা টিশার্ট গায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে কলকাতা থেকে আসা একদল যুবককে। এদিন জেলার বিভিন্ন ব্লকের ১৮ হাজার মানুষ আমন্ত্রিত ছিলেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। তার বাইরে পায়ে পা মিলিয়ে হাজার হাজার মানুষ লাইন দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে এসে ঘুরে যান মন্দির-প্রাঙ্গণ। বিকেলে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়ে যাওয়ার পর কৃষ্ণাঘাণের উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় জগন্নাথ ধাম প্রাঙ্গণ। আছড়ে পড়ে জনপ্লাবন। বৃদ্ধ, বয়স্ক মহিলা, কিশোর-কিশোরী থেকে তরুণ-তরুণী, শিশুর না-পেরোনো শিশুদের লদ, সকলেই আসেন দলে দলে। প্রায় সকলের হাতে-হাতে মোবাইল। মন্দির উদ্বোধনের শরিক-ই হয়ে অনেকেই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে বলেছেন, 'এ যে আধ্যাত্মিক নবজাগরণ! আজীবন থাকবে এই উজ্জ্বল স্মৃতি।'

বাড়িতে পৌঁছোবে প্রসাদ, ছবি

● ১ পাতার পর

দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করা হয় উত্তরীয় দিয়ে। দেওয়া হয় গামছা ও পানীয় জল। তাঁদেরও ভোগের সঙ্গে মন্দিরের ছবি উপহার দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ছিলেন চলচিত্র জগতের প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, গায়ী রায়চৌধুরি, অরিন্দম শীল, দেবলীনা কুমার। তারকা-সাংসদ ও বিধায়কদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেব, সায়নী ঘোষ, রচনা ব্যানার্জি, সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, লাডলি মৈত্র-সহ আরও অনেকে। সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি মুনশি, নচিকেতা চক্রবর্তী, ইমন চক্রবর্তী, সুরজিৎ চ্যাটার্জি, রূপজয় বাগচী প্রমুখ। এসেছিলেন নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি, টলিউডের ছোটপর্দার একঝাঁক শিল্পীকেও দেখা যায়। শিল্পজগতের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন শিল্পপতি তরুণ ঝুনঝুনওয়ালা, রমেশ জুনেজা, উমেশ চৌধুরি, সিঙ্গার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির আচার্য সত্যম রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস, মেহাশিস চক্রবর্তী, পুলক রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি। এছাড়াও ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি প্রধানসচিব সৌমিত্র মাঞ্জুবন্ধু। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই প্রভু জগন্নাথদেবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গান লিখেছিলেন। তাঁর কথায় ও সুরে বাঁধা এই গান গাইলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর গেরুয়া গামছা গলায়। মেলালেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জিৎ গাঙ্গুলি। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জগন্নাথের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন অদিতি মুনশি। ইমন চক্রবর্তীর কীর্তন, রূপজয় বাগচী ও নচিকেতার রবীন্দ্রসঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দিরপ্রাঙ্গণ। নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি ও তাঁর প্রতিষ্ঠান দীক্ষামঞ্জরির শিল্পীরা ওড়িশি-নৃত্যের মধ্যে দিয়ে জগন্নাথ-বন্দনায় শামিল হন।

দ্বারোদ্ঘাটন মুখ্যমন্ত্রীর

● ১ পাতার পর

তৈরি করা হয়েছে চারটি প্রবেশদ্বার। পূর্ব দিকে সিংহদ্বার, পশ্চিমে বাজদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার ও উত্তরে হস্তিদ্বার। এতে বীমান, গর্ভগৃহ, জগমোহন, নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ, পোপুরম এবং অন্যান্য মন্দির রয়েছে। টেকনান্ধারও করা হয়েছে। রাজবেদি ও পথের ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার পাথরের বিগ্রহ যেমন আছে, তেমন নিমকাঠের বিগ্রহও আছে। দারু-বিগ্রহ প্রতিদিন পূজিত হবে। মন্দির-চত্বরকে কেন্দ্র করে ৫০০-র বেশি গাছ লাগানো হয়েছে। এদিন সকাল থেকে মন্দিরে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পুজোপাঠ শুরু হয়। দায়িত্বে ছিলেন পুরীর রাজেশ দয়িতাপতি এবং ইসকন-কর্তাব্যক্তিরা দল। নিষ্ঠাভরে, সময়ে রীতি মেনে প্রভু জগন্নাথের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়। তার পর শুরু হয় বন্দনা। ঘড়ির কাঁটা তখন ঠিক তিনটে বেজে দশ মিনিট। অবশেষে এল সেই বহুপ্রতীক্ষিত মুহূর্ত— মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি নিজেই সোনার ঝাড়ু দিয়ে মন্দিরে ঝাড়ু দেন। মঞ্চলঘট তুলে দেন ইসকনের সেবায়েতরা হতে। তুলে দেন বড় হাতপাখা বা আলট। প্রভু জগন্নাথের প্রিয় ফল কাঁঠাল। তাই এদিন মন্দির-প্রাঙ্গণে কাঁঠালগুচ্ছ রোপণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তক্ষণাৎ গুরু হয়েছে আরতি। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ফেব্র অন্দরে গিয়ে আরতি করেন। আরতির মুহূর্তে তাঁর অনুভূতির কথা পরে সমাজমাধ্যমে জানান তিনি। প্রভুর প্রিয়ত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি লেখেন, 'আমি পবিত্র মূর্তি থেকে উত্তুত ঐশ্বরিক উজ্জ্বলতার আভাস স্বীয় আলোড়ন অনুভব করলাম। আমি আমাদের মা-মাটি-মানুষের জন্য আরতি করার এবং জগতের প্রভুর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।' এর পরেই দ্বারোদ্ঘাটিত উৎসবে আসা অতিথিদের জগন্নাথ-দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। খুলে দেওয়া হয় সাধারণের জন্য।

SBI এসএমই সিউড়ি ব্রাঞ্চ (৬৩৮১২)
পোঃ-সিউড়ি, জেলা-বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১ ১০১

(রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নেতৃত্বে,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই সিউড়ি ব্রাঞ্চ—এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অধমর্ণদের মেসার্স বিকাশ ট্রাইব্যুনাল বিল্ডার্স, প্রোপ্রাইটর: মিঃ দেবাশুষ্কিন বিশ্বাস, পিতা মিঃ গিরিন্দ্রশিব বিশ্বাস, গ্রাম-ডিনসাই, বিংশটিনি থানা পাথরা প্রাচীন বিপণিতে, জেলা-বীরভূম, থানা-সদাইপুর, পিন-৭৩১৩০৫-এর প্রতি ২০.০২.২০২৪ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থমূল্য **₹১,০৬,৫১,৪৬৩.০০ (দুই কোটি ছয় লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো তেষট্টি টাকা মাত্র)** এবং ২০.০২.২০২৪ থেকে সুদ পরিশোধের জন্য তাগিদ প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা/আমিনদার দাবিকৃত অর্থমূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং অনেকসাধারণ কে প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৫ **এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) এর উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে একাত্তর নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেন **₹২,৭৬,৫১,৪৬৩.০০ (দুই কোটি ছয় লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো তেষট্টি টাকা মাত্র)** এবং এই পাওনা ২০.০২.২০২৪ থেকে উক্ত সুদ, মাসুল ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে নিষ্কর্ষিত সুরক্ষিত পরিসম্পত্তিগুলির ছাড়ানোর বাবত্ত প্রকাশ করতে এবং জামিনদারের অধমর্ণদের আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১: জমি এবং বাড়ির সম্পত্তির সমস্ত এবং অবিভক্ত অংশ, জে এল নং ১৭, ৩৫ এবং আর ধরিয়ান নং ১২১৬, বর্তমান এলাকাহারাবন্ধনার নং ৭৫৯, আর এল এবং আর প্রাট নং ১১৫৩, মৌজা-চক পুরন্দারপুর, গ্রাম-ডিনসাই, থানা সদাইপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, মাপ ৪৯ ডেসিমেল, তেরাকুন্দি বিপাসের নাম, স্থ্ব দলিল নং I-০৫৮৩৫/২০২২, ১১ জুন, ২০২২ তারিখে নথিভুক্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে : এনএইচ-৩০ ইইই রোড, দক্ষিণে : অন্যদের জমি জমি, পূর্বে : অন্যদের জমি জমি, পশ্চিমে : অন্যদের জমি।

তারিখ: ২৫.০৪.২০২৫
স্থান: ডিনসাই, বীরভূম

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং: আইএনসি-২৫এ
পাবলিক কোম্পানিকে রেজিস্ট্রেশন কোম্পানিতে রূপান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন
রিজিস্ট্রেশন ডিরেক্টর, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে
সম্পর্কিত বিষয়: কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৪-এর সেকশন ৭-এর সাব-সেকশন (১)-এর ধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল নং ৪১

—এবং—

সম্পর্কিত বিষয়: **মেসার্স রামলাল বাজার ব্রাঞ্চ লিমিটেড** (CIN : U74210WB1983PLC035928) রেজিস্টার্ড অফিস: **৪৯, সরীন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬।**

..... আবেদনকারী

একজন্য জনসাধারণকে জানাবো জানানো যাচ্ছে যে, **২৯ এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতি-একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত আবেদনকারী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তন আয়োজী এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির কাছে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৫ **এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে একাত্তর নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেন **₹২,০৬,৫১,৪৬৩.০০ (দুই কোটি ছয় লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো তেষট্টি টাকা মাত্র)** এবং এই পাওনা ২০.০২.২০২৪ থেকে উক্ত সুদ, মাসুল ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে নিষ্কর্ষিত সুরক্ষিত পরিসম্পত্তিগুলির ছাড়ানোর বাবত্ত প্রকাশ করতে এবং জামিনদারের অধমর্ণদের আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জি+৩ তলবিশিষ্ট বিশিষ্টোদের সমগ্র তৃতীয় তলে আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্তক, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯১৮ বর্গফুট, উক্ত বিশিষ্টোদের প্রথম তলে কার পার্কিং স্পেস সহ, মাপ ১২০ বর্গফুট, সমস্ত ফিক্সিস এবং ফিক্চারস সহ, কমবেশি ৯ কাঠা ১ ছটাক এবং ১১ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অবিভাজ্য অংশ এবং স্বার্থ সহ, মৌজা-চক পানিয়াগাছি, হাল রিভিশনাল জরিপ পাঁচ/খতিয়ান ৪০ নং খতিয়ান, হাল দাগ নং ৪০, কলকাতা পুরসিনামের এলাকাভুক্ত, প্রেমিসেস নং ০৯৯, মুহল্লাপুর, কেএসবিসি ওয়ার্ড নং ১৩৯, থানা পূর্ব যাদবপুর বর্তমানে পঞ্চসায়র, কলকাতা-৭০০০৯৫, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, জী সাকিনাথ কুমার সিং এবং শ্রীমতী লেখা সিংয়ের নাম। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে : প্লট নং ৩৪, পূর্বে : প্লট নং ২৬, পশ্চিমে : প্লট নং ২৪।

তারিখ: ২৯.০৪.২০২৫; স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

Bank of Baroda বঁক ঔফ্ বড়ৌদা
রামলাল বাজার ব্রাঞ্চ
২১, গড়ফা মেন রোড, কলকাতা-৭০০০৭৮
ই-মেল: rambaz@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নেতৃত্বে: **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, রামলাল বাজার ব্রাঞ্চ**—এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **অধমর্ণ/জামিনদার: মিঃ গরিবনাথ কুমার সিং,** ৩০৫, মুহল্লাপুর, দ্বিতীয় তল, থানা পূর্ব যাদবপুর বর্তমানে পঞ্চসায়র, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯৫, এছাড়াও ৫২, ঘড়িয়াহাট রোড, বড়িয়াহাট ট্রাম ডিপো, পোঃ বালিগঞ্জ, থানা ঢাঁড়িয়াহাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ এবং মিসেস বেলা সিং, ৯০৩, মুহল্লাপুর, দ্বিতীয় তল, থানা পূর্ব যাদবপুর বর্তমানে পঞ্চসায়র, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯৫-এর প্রতি **১৪.১১.২০২৪** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থমূল্য **৩১০,৪৯,৪৭১.৬৭ (তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশো একাত্তর টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা মাত্র)** (৭৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) প্রাপ্ত তারিখ পর্যন্ত অচ্ছায়ুক্ত সুদ এবং চলা আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার দাবিকৃত অর্থমূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং ৮ এবং ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯ এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ঋণ জামিনদারগণকে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন ০৯.১২.২০২৪ তারিখের বিজ্ঞিতে **₹৩০,৪৯,৪৭১.৬৭ (তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশো একাত্তর টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা মাত্র)** (৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) সহ তারিখ পর্যন্ত তার উপর উদ্ভূত সুদ, মাসুল এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদা—এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমার বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমস্ত অংশ এবং অবিভক্ত অংশ এবং স্বার্থ সহ, মৌজা-চক পানিয়াগাছি, হাল রিভিশনাল জরিপ পাঁচ/খতিয়ান ৪০ নং খতিয়ান, হাল দাগ নং ৪০, কলকাতা পুরসিনামের এলাকাভুক্ত, প্রেমিসেস নং ০৯৯, মুহল্লাপুর, কেএসবিসি ওয়ার্ড নং ১৩৯, থানা পূর্ব যাদবপুর বর্তমানে পঞ্চসায়র, কলকাতা-৭০০০৯৫, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, জী সাকিনাথ কুমার সিং এবং শ্রীমতী লেখা সিংয়ের নাম। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে : প্লট নং ৩৪, পূর্বে : প্লট নং ২৬, পশ্চিমে : প্লট নং ২৪।

তারিখ: ২৯.০৪.২০২৫; স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন এবং বিপণন নিগম লিমিটেড
পরিবেশগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত জন বিজ্ঞপ্তি

রাজ্য পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ (SEIAA)- পশ্চিমবঙ্গ,
MIN_BNK_49_II প্রস্তাবিত ০৫/০৪/২০২৫ তারিখে পরিবেশের ছাড়পত্র প্রদান করেছে যেটির অনুমোদন নং EC25B0107WB5206597N, MIN_EBUR_41 প্রস্তাবিত ০৮/০৪/২০২৫ তারিখে পরিবেশের ছাড়পত্র প্রদান করেছে যেটির অনুমোদন নং EC25B0107WB5689451N.
০২টি খনি প্রকল্পে ১৯/০৪/২০২৫ তারিখে পরিবেশের ছাড়পত্র প্রদান করেছে সেডলি হইল যথাক্রমে : MIN_PUR_36 এবং MIN_JPG_25 অনুমোদন না যথাক্রমে : EC25C0107WB5495939N এবং EC25C0107WB5697929N, MIN_DI_05 প্রস্তাবিত ১৭/০৪/২০২৫ তারিখে পরিবেশের ছাড়পত্র প্রদান করেছে যেটির অনুমোদন নং EC25B0107WB5223946N, এবং ০৩টি খনি প্রকল্পে ২৪/০৪/২০২৫ তারিখে পরিবেশের ছাড়পত্র প্রদান করেছে, সেগুলি হইল যথাক্রমে : MIN_BNK_57, MIN_EBUR_40, এবং MIN_DJ_16 অনুমোদন না যথাক্রমে : EC25B0107WB5643238N, EC25B0107WB5197003N এবং EC25B0107WB5398245N.

স্বাক্ষর
পরিচালন আধিকারী

ICA- N 168(3)/2025

Bank of Baroda বঁক ঔফ্ বড়ৌদা
কালিকাপুর ব্রাঞ্চ
আমাদের অতি মূল্যবান গ্রাহকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

আমাদের গ্রাহকগণের প্রতি পরিষেবা উন্নতকরণ করবার জন্য ব্যাঙ্ক অফ বরোদার